আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে রিভলভারসহ মোটরসাইকেল আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলা থেকে ১টি রিভলবারসহ রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের কারিগর পাড়া এলাকা থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মোহাঃ জয়নুল আবেদীন এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এতে বলা হয়, উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের কারিগর পাড়ায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এসময় দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি রিভলবার উদ্ধার করে। সেই সাথে একটি অনিবন্ধিত মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

অভিযানে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানান দায়িত্বরত ওই সেনাকর্মকর্তা। উদ্ধারকৃত মালামাল সামগ্রী আলমডাঙ্গা থানায় প্রেরণ করা হয়।

পুজার ছুটিতে বাড়ি ফেরা হলো না আলমডাঙ্গার গৌরবের

পুজার ছুটিতে আর বাড়ি ফেরা হলো আলমডাঙ্গার সোনাপট্রটির গৌরব কুমার পালের। মোটর সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে রাজশাহীর হরিপুরে গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে ট্রাকের সাথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এই যুবক। নিহত যুবক গৌরব পাল (২৯) আলমডাঙ্গার সোনাপট্রির ধীরেন্দ্র নাথ পালের ছেলে।

পরিবারিক সুত্রে জানা গেছে, গৌরব কুমার পাল চাপাইনগরের কানসার্টে পল্লি বিদ্যুতের মিটার রিডারের চাকরী করেন। পুজার ছুটি পেয়ে পরিেবোর সাথে উৎসব পালনের জন্য গতকাল সকালের দিকে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি রাজশাহীর হরিপুর এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগামী একটি ট্রাকের ধাক্কায় পিষ্ঠ হয়ে গৌরব পাল ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সংবাদ পেয়ে তার স্বজনরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গায় নিয়ে আসেন। মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর এক হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্বজনদের আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। তাঁদের পরিবারে উৎসবের আমেজ ফিকে হয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাতে আলমডাঙ্গা মহাশ্মশানে তার দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আলমডাঙ্গার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম (সেবা) আলমডাঙ্গার শ্রী শ্রী রথতলা দুূর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন।

পূজা মন্ডব পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, এখানে সকলে মিলে যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে, এখানে কেউ যদি সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাই আমরা কঠোর হস্তে তা দমন করবো ।

পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩২ টি পুজা মন্ডপে দুর্গা পুজা হচ্ছে, প্রতিটি মন্দিরে পুলিশ আনছার ভিডিপির সদস্য বৃন্দ মন্দিরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে, আপনারা শান্তিপুর্ণ ভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করবেন, কোন সমস্যা

দেখলে আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন, আমরা তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নেবো।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম, জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আবু তালেব, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া ও পরিদর্শক অপারেশন আসগর আলী।

কর্মকর্তাবৃন্দ রথতলা মন্দির প্রাঙ্গণে পরিদর্শনে আসলে মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সম্পাদক আশিম কুমার সাহা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তারা মন্দির প্রতিমা পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দ আলমডাঙ্গা স্টেশন পাড়া মন্দির, বাবুপাড়া দুর্গা মন্দিরে বেশ কিছু সময় কাটান এবং মন্দিরের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। জেলা প্রশাসন পরে ক্যানেল পাড়া মন্দির ও কালিদাসপুর দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন।এর আগে জেলা আনছার ভিডিপির কমান্ডান্ড ফারুক হোসেন, উপজেলা আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম মন্দির পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ‘র পক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ পূজা মন্ডপ পরিদর্শন শেষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আঃ রহিম, সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত আনছার আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, উপজেলা যুবদলনেতা মোমিনুল হক, আরিফুল ইসলাম আরিফ সহ বিএনপি, যুবদল সহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ এর সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা চৌরাস্তার মোড়ে মেসার্স সেলিম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, টুকিটাকি ষ্টোর ও মেসার্স আলফাজ ডিম হাউজের মালিককে এ জরিমানা করা হয়।

জানাযায়,দামুড়হুদা সদরের তিনটি প্রতিষ্ঠানে পণ্য বিক্রয়ের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করে পণ্য বিক্রয় করার অপরাধে দোষি সাবস্ত করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭/৪৩ ধারায় চৌরাস্তার মোড়ে মেসার্স সেলিম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক সেলিম উদ্দীনকে ৪ হাজার টাকা, ৩৮/৪৫ ধারায় মেসার্স আলফাজ ডিম হাউজের মালিক মোহাম্মদ আলিকে ৩ হাজার টাকা এবং একই আইনে মেসার্স টুকিটাকি ষ্টোরের মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানা’র পুলিশ।

দর্শনায় হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, মাদকে ভাসছে দর্শনা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। দিনে দুপুরে পিস্তল ঠেকিয়ে লুটের চেষ্টা ও বোমা রেখে আতংক সৃষ্টি করা অস্ত্রসহ গ্রেফতার চারিদিকে মাদকের ছড়াছড়ি। এ সব ঘটনায় দর্শনাসহ আশপাশের মানুষ আতংক বিরাজ করছে।

গতকাল বুধবার দিন দুপুরে ব্যুরো বাংলাদেশ অফিসে দিন দুপুরে সশস্ত্র দুর্বত্তারা এনজিওর হিসাবরক্ষকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে জিম্মি করে লুটের চেষ্টা করে। গত বুধবার দিনগত রাতে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী অভিযান চালায় দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বিএনপির ক্যাডার শাহারুলকে গ্রেফতার করে। পরে তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ির পিছনের মাটির নিচ থেকে বিদেশী নাইন এম এম পিস্তল ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।

এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিকের কন্টিনেটার ভর্তি ৭২৪ লিটার কেরুজ বাংলা মদ উদ্ধার করে। গত মঙ্গলবার ৯ আগষ্ট দুপুরে ঢাকা আশুলিয়ায় ১৮ হাজার কেরুজ মদ উদ্ধার করে।এ সময় কভারভ্যান থেকে ১৮ হাজার বোতল মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ৩র ডিএডি মাহযুব হোসেন। এতে করে দর্শনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। আবার শুরু হযেছে মাদকের রমরমা ব্যাবসা।

জানা গেছে, দর্শনা থানায় সর্বমোট ৩২০ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৬৭ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন। গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনাসহ থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা বেড়েছে।

এদিকে বিভিন্ন সময় মাদক বিরোধী অভিযানে গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল, ইয়াবা, বিদেশী মদ, চোলাই মদ, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট, গাঁজা, গাঁজার গাছ, বিদেশী সিগারেটসহ আরও অনেক ধরেন মাদকদ্রব্য।
এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বসে মাদকের আড্ডা। দর্শনা মদনা গ্রামের

জীবননগরে নিখোঁজের স্কুল শিক্ষকের সন্ধান পেতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষক ৪দিন যাবৎ নিখোজ সন্ধান পেতে শিক্ষক শিক্ষাথীদের মানববন্ধন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার সময় জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের আয়োজনে জীবননগর বাসষ্ট্রান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

নিখোঁজ স্কুল শিক্ষক সুজন হোসেন (৩১) জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হাবিবপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। এ ঘটনায় নিখোঁজ স্কুল শিক্ষকের বড় ভাই জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী (জিডি)করেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সুজন হোসেন দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে জীবননগর শহরে থাকেন।এবং গোপালনগরে ৯ বছর ধরে বাসা ভাড়া করে থাকেন। কিন্তু কোনদিন কারো সাথে কোন ঝামেলা হয়েছে এমন কথা কখনও শুনতে পাইনি। সুজন জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করেন এর পাশাপাশি টিউশনি করান। আর ছাত্রদের নিয়ে মাঝে মাঝে খেলাধুলা করতেন। হঠাৎ শুনি তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুজে না পেয়ে গ্রামের বাসায় আসে। তারপর জানতে পারি সুজন নিখোজ রয়েছে। পরিবারের সবাই খোজাখুজি করেও তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না।

সুজনের ভাগ্নে রানা বলেন, গত রবিবার (৬ অক্টোবর) বিকালে স্কুল থেকে তিনি বাসায় ফেরেন, খাবারের জন্য রাইস কুকারে ভাত রান্নায় বসিয়ে ছিলেন। ঘরের ভিতরে তার একটি নষ্ট ও সচল মোবাইল চার্জে পাওয়া যায় তবে মোবাইল দুটোর একটাও সিম ছিলোনা। পরিচিত সকলের মাধ্যমে খোঁজাখুঁজির পর কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। গত বুধবার সকালে একজন মোবাইলে কল করে জানান, তাকে ঢাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর মধ্যে তিনি আবার ফোন দিয়ে রক্তের

গ্রুপ জেনে নিলেন, কিছুক্ষন পর জুরুরি চিকিৎসা বাবদ টাকা দাবি করেন বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পর থেকে তাদের মোবাইল বন্ধ পাচ্ছি।

জীবননগর পৌর কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন বলেন, গত সোমবার সকালে তিনি স্কুলে যায়নি, মঙ্গলবারও না গেলে তখন স্কুলের শিক্ষকরা তার মোবাইলে যোগাযোগ করেন কিন্তু বন্ধ পাই। শিক্ষকরা তখন সুজনের গ্রামের বাসায় যেয়ে বিষয়টা জানান। ৪দিন পার হয়ে গেলেও এখনও পযন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি ।
এদিকে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, জীবননগর উপজেলা কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ আঃ মোতালেব, প্রাইড প্রি ক্যাডেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদ পারভেজ রানা প্রমুখ।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, এই ঘটনায় নিখোঁজের বড় ভাই থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। আমরা সকল থানায় বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছি। আশা করি খুবই দ্রুত তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশির সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে সার্ভেয়ার মোর্শেদুর নাহার নিশি বলেন, আমি একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী। গত তিন বছর আগে আলমডাঙ্গা পৌরসভায় নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সরকারি আইনুযায়ী সার্ভেয়ার পদে নিয়োগ পায়।

সার্ভেয়ার পদে চাকুরী পেলেও পৌর কতৃপক্ষ নির্ধারিত কাজ না দিয়ে অফিসে বসিয়ে রেখেছেন। সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে জাল সনদে চাকুরী পাওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটি মোটেও সঠিক নয়। আমি আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে থেকে অনার্স শেষ করেছেন। তিনি বগুড়ার সিট ফাউন্ডেশন থেকে ২ বছর আমিন সিট কোর্স সম্পূর্ণ করে সনদ লাভ করেছে। যা সকল কাগজপত্র পৌরকতৃপক্ষ ও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। কেউ দেখতে চাইলে আমি দেখাতে প্রস্তুত আছি। এছাড়া আমার নামে ঘুষ নেবার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে সেটাও সঠিক নয়। যেহেতু আমার নিয়োগ অনুযায়ী সার্ভেয়ার কাজ দেওয়া হয়নি। সেকারণে ঘুষ নেবার সুযোগ নেই। এছাড়া আমার মা বেবী খাতুনের বিরুদ্ধে অফিস না করে বছরের পর বছর বাড়িতে বসে বেতন তোলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমাকে একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ তুলে যেভাবে হয়রানী করা হচ্ছে, আমি একজন স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারী হিসেবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সচেতন নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের নিকট সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদাদাবি, বোমা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে দিনে সকালে মাথায় অস্ত্র ও বোমা রেখে ডাকাতির চেষ্টা করেছে ৭/৮ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

আজ বুধবার (৯অক্টোবর) সকাল পৌনে ১১ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টার পাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে এ ডাকাতি ও চাঁদাদবির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বর্ননা সুত্রে জানাযায়, দর্শনা বাস স্ট্যান্ড

[redacted]

[redacted]

নামক প্রতিষ্ঠানের একটি সনদ দিয়েছেন। ওই নামে কোন প্রতিষ্ঠান নেই বলে জানাগেছে।

এ ঘটনায় নাম না প্রকাশ শর্তে আলমডাঙ্গা পৌরসভার একাধিক কর্মচারীরা বলেন, টিকাদান কর্মী বেবী ও তার মেয়ে নিশি দুজনে ইচ্ছা মূলক ভাবে আইন অমান্য করে তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। সাবেক মেয়রের ঘনিষ্ট হওয়ায় কেউ তাদের প্রতিবাদ করতে পারেনি। উপর মহল কোন তদন্ত করতে আসলেও টাকার মাধ্যমে তাদের ম্যানেজ করা হতো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম জানান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কে একটি অভিযোগ দিয়েছে। ওই অভিযোগের কপি পেয়েছি। তিনি আরও বলেন, দুদক এসে তারা তদন্ত পূর্বক যেকোন ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলে আমরা সেটিই করবো।